গণযুদ্ধ

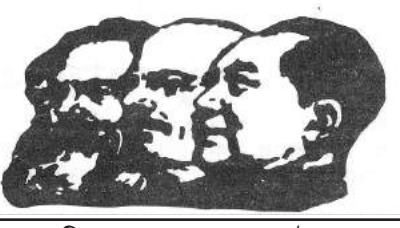

পার্টির গণ-রাজনৈতিক বুলেটিন ঃ ভলিউম– ২, নং– ১৬ ঃ জুলাই, ২০১৯ ঃ দাম– ৫ টাকা ঃ বিশেষ গ্রাহক মূল্য– ১০ টাকা

গণযুদ্ধ ছাড়া ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদ ও গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

ভারতের প্রত্যক্ষ মদদে ২০১৪ সালে এক ভোট-বিহীন তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে হাসিনা-আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় তারা ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আরেকটি ভোট-ডাকাতির নির্বাচনের প্রহসন করে একই ক্ষমতা অব্যাহত রেখেছে। তার আগে পরে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন, এমনকি ডাকসু নির্বাচনেও তারা একই অপকর্ম নির্লজ্জভাবে করেছে। বাস্তবে তারা সকল স্তরে ও সকল সংস্থায় যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার ব্যবস্থা করেছে। নির্বাচনের প্রহসনগুলো হলো তাকে আইনসিদ্ধ করার একটা অপচেষ্টা মাত্র। এভাবে তারা বুর্জোয়া ভোট-ব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নামে এক উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। এভাবে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির নিজেদের মধ্যে যে একটা সীমিত গণতন্ত্র চর্চা হতো সেটাও তারা ধ্বংস করে দিয়েছে।

শাসকশ্রেণির অন্যান্য অংশসহ বিবিধ বুর্জোয়া শক্তি, এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালারা অনেক হা-পিত্যেশ করলেও হাসিনা-আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে একটুও টলাতে পারেনি। তারা ভোটের আগে তাদের অনুগতদের নিয়ে "ঐক্যফ্রন্ট" গঠন করে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের আশায় কোমর বাধলেও সেই নির্বাচনে সরকার-আওয়ামী লীগ তাদেরকে দাঁড়াতেই দেয়নি। ভোটের বহু আগে থেকেই আওয়ামী লীগ ও হাসিনা সরকার রাষ্ট্রের সকল যন্ত্রকে ব্যবহার করে একতরফা ভোট-জালিয়াতি করার ব্যবস্থা করেছিল। মামলা-হামলা, গুম, ক্রসফায়ার, সভা-সমাবেশ করতে না দেয়া প্রভৃতি হাজারো অপকৌশলে তারা মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে নামতেই দেয়নি।

প্রশ্ন হলো, এই বাকশালী মডেলের একদলীয় হাসিনা-আওয়ামী ফ্যাসিবাদ থেকে জনগণ কীভাবে মুক্তি পেতে পারেন? শাসকশ্রেণির বিরোধী শক্তিগুলো যে আশা করেছিল, তাদের বিদেশি প্রভুদের চাপে হাসিনা-আওয়ামী সরকার একটি ভাল নির্বাচন দিতে বাধ্য হবে এবং তাতে এই ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়ে তারা একটি সংসদীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, সেটা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেছে। হাসিনা সেনাবাহিনীর উপর তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। একইসাথে পুলিশ, আমলাতন্ত্র, আদালত– এসবকে তারা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। বড় ব্যবসায়ী, মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীদেরকে অর্থ-পদ-শোষণ-দুর্নীতি-লুটপাটের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তারা ব্যাপকভাবে কিনে ফেলেছে, অথবা ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

তাসত্ত্বেও শাসকশ্রেণির বিভিন্ন অসন্তুষ্ট অংশ এবং সামরিক আমলাদের কোনো অংশের পক্ষ থেকে হাসিনা-বিরোধী হিংসাত্মক অভ্যুত্থান হওয়া অসম্ভব নয়। একারণে মাঝে মাঝেই হাসিনার কণ্ঠে এমন দেওয়ানা ভাষণ শোনা যায় যে, বাবার মতো সে-ও বুকের রক্ত ঢেলে দিতে রাজী; হঠাৎ কেউ এসে তাকে মেরে ফেলতেও পারে; কিন্তু সে মৃত্যুর ভয় করে না– ইত্যাদি ইত্যাদি! চিহ্নিত ফ্যাসিস্ট নেতা শামীম ওসমানসহ বহু আওয়ামী নেতা তো প্রকাশ্যেই বহুবার বলেছে যে, তাদের নেত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে।

তবে এখনো সেসবের সম্ভাবনা কম বলে মনে হয়। হাসিনা-আওয়ামী সরকার বিরোধী বুর্জোয়া পক্ষের উপর ফ্যাসিবাদী নিপীড়ন চালিয়ে এবং জনগণকে নির্মম দমন-অত্যাচার চালিয়ে তার ক্ষমতাকে সুসংহত করে নিয়েছে। যে রকমটা করেছে মিসরের সিসি, তুরস্কের এরদোগান, ফিলিপাইনের দুতের্তে, সৌদি-কসাই মোহম্মদ বিন সালমান– এসব কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট শাসকরা। যে কারণে শাসকশ্রেণির সাম্রাজ্যবাদীরা প্রভুরাও একে চালিয়ে নেয়াটাই আপাতত লাভজনক মনে করছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বা সংসদীয় উপায়ে এই ফ্যাসিবাদকে উচ্ছেদ করার স্বপ্ন দেখাটা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র।

(অপর পাতায় দেখুন)

পাবনায় 'চরমপন্থী' আত্মসমর্পণের নাটক বাণিজ্য

মাওবাদীদের প্রতিবাদ– ব্যাপক দমন-নির্যাতন

গত ৯ এপ্রিল পাবনা শহরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৫৯৫ জন তথাকথিত চরমপন্থীর আত্মসমর্পণের এক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত মাওবাদীরা অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করার প্রচার দিলেও সরকার এদেরকে মাওবাদী না বলে 'চরমপন্থী' নামে উল্লেখ করে। তারা ৬১৪ জনের ঘোষণা দিলেও অনেক টাকা খরচ করে ৫৯৫ জন জোগাড় করতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে দেশের প্রধানতম মাওবাদী পার্টি আমাদের পার্টির একজন সমর্থকও ছিল না। তাহলে কারা ছিল? আত্মসমর্পণকারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ অতীতে এক সময় বিপ্লবী ধারার সংগঠন 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি'র সাথে যুক্ত থাকলেও এখন তারা পথভ্রষ্ট সুবিধাবাদী। এছাড়া এর বড় অংশই ছিল বিভিন্ন ডাকাত গ্যাং, আওয়ামী ও বিএনপি সন্ত্রাসী গ্যাংয়ের সদস্য।

বিভিন্ন অনুসন্ধানে জানা গেছে, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানার যমুনার চর এলাকার বালু উত্তোলনের গডফাদার ছাত্তার, যাকে সবাই 'বালু ছাত্তার' নামে চেনে, সে বাস রিজার্ভ করে ৯৫ জনকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের প্রত্যেককে দেয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। বুর্জোয়া পত্রিকা 'প্রথম আলো'র ২৮ মে-র রিপোর্ট, জয়পুরহাটের ৮২ জনই আওয়ামী-বিএনপি'র মাস্তান ও গণবিরোধী সন্ত্রাসী– যাদের সংগ্রহ করেছে স্থানীয় লীগ-নেতা। ২৯/০৪/১৯ জার্মান বাংলা রেডিও 'ভয়েজ অব ভেলে'কে এক সাক্ষাতকারে পাবনার বেড়া থানার স্বপন মন্ডল নামে একজন আত্মসমর্পণকারী বলেছে, সে কোনো চরমপন্থী দলের সদস্য নয়। কোর্টে তার একটি মামলা আছে। সেই মামলা তুলে দেয়ার কথা বলে জনৈক মুনসুর তাকে আত্মসমর্পণের মঞ্চে নিয়ে গেছে। সে নিজে এক লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা বলেছে। প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা এবং জেলা-ভিত্তিক দল নেতাকে ১০ লাখ টাকা করে ঘুষ দিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে 'প্রথম আলো' এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে তার জবাব– "এ আত্মসমর্পণের নীতি বা প্রক্রিয়ার কিছুই তার জানা নেই"। পুলিশ মন্ত্রী না জানলে এই অনুষ্ঠান হয় কিভাবে?

কেন তাদের এই নাটক? সরকার আত্মসমর্পণ করিয়ে একদিকে তাদেরকে লীগে পুনর্বাসন করছে এবং আওয়ামী নেতারা লক্ষ লক্ষ টাকা বাণিজ্য করেছে। অপরদিকে দেখাতে চেয়েছে যে, দেশে মাওবাদী আদর্শে কোনো সশস্ত্র বিপ্লবী পার্টি ক্রিয়াশীল নেই, যারা ছিল তারা আত্মসমর্পণ করেছে। একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ-ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ সহ বিদেশি প্রভুদের নেক নজর টানা ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হলো তাদের উদ্দেশ্য।

সরকারের এই নাটকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ জানিয়ে আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন গণমুক্তি বাহিনী গত ৮ এপ্রিল রাতে বগুড়া জেলার শেরপুর থানার ভবানীপুর বাজারে সশস্ত্র প্রচার অভিযান চালায়। প্রচার অভিযান চলাকালে শেরপুর থানার টহল পুলিশের সাথে পার্টির গেরিলাদের গোলাগুলি হয়। এই সংঘর্ষে পুলিশের একজন এ.এস.আই. আহত হয়। ৯ তারিখ আত্মসমর্পণের দিন বিভিন্ন বুর্জোয়া মিডিয়ায় আত্মসমর্পণ বিরোধীদের সাথে পুলিশের গোলাগুলির খবর প্রচারিত হয়। এটা ছিল ফ্যাসিবাদী সরকারের জন্য এক চপেটাঘাত। সরকারের বিভিন্ন বাহিনী বছরের পর বছর ক্রসফায়ারে/বন্দুক যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ হত্যা করলেও ভবানীপুরে সত্যিকার ক্রসফায়ারে নিজেরা আহত হয়ে তাদের আঁতে ঘা লেগেছে।

এরপর গত ২২/০৪/১৯ তারিখ দিবাগত রাত থেকে ভবানীপুর বাজারের আশেপাশে শেরপুর, রায়গঞ্জ ও তাড়াশ থানার গ্রামাঞ্চলে চলছে ভয়াবহ পুলিশী দমন অভিযান। বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সনাতন চক্রবর্তী ও শেরপুর থানার ওসি বুলবুলের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন গ্রামে গভীর রাতে হানা দিয়ে বহু মানুষকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যায়। এ অঞ্চলে "কৃষক-মজুর মুক্তি ফ্রন্ট"র নেতা প্রায় ৭০ বছর বয়স্ক হার্টের রোগী আবু সাঈদসহ অনেককে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে দু'জন আফসার ও লিটনকে পুলিশ নির্মম নির্যাতন চালিয়ে ২৬ এপ্রিল দিবাগত রাতে ভবানীপুর বাজারে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। আবার অন্যদেরকে আফসার ও লিটন হত্যা মামলাসহ কয়েকটি মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠিয়েছে। তারপর পুলিশের সেই মিথ্যা গল্প– "দুই দল চরমপন্থীর মধ্যে গোলাগুলিতে আফসার ও লিটন মারা গেছে।" আর সরকারের আজ্ঞাবহ বিভিন্ন মিডিয়া সত্য ঘটনা উদঘাটন না করে, সেই একই মিথ্যা গল্প সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রচার করে গণবিরোধী দায়িত্ব পালন করছে। হাটে-বাজারে-রাস্তার মোড়ে সাদা পোশাকে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। সারা এলাকায় জনগণের মাঝে ভয়াবহ আতঙ্ক বিরাজ করছে। ❐

পার্টির নির্বাচন-বিরোধী প্রচার অভিযান

৩০ ডিসেম্বর ২০১৮, জনগণের ভোট ছাড়াই এমপি নির্বাচন হয়ে গেল। পার্টি এই ফ্যাসিবাদী প্রহসনের নির্বাচনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সশস্ত্র প্রচার-এ্যাকশন পরিচালনা করে। এ উপলক্ষে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লিফলেট ও পোষ্টার প্রকাশ করে। দেশব্যাপী এই লিফলেট, পোষ্টার-এর সাথে বিভিন্ন শাখা নিজস্ব প্রচারপত্র প্রকাশ প্রচার করে।

দেশের উত্তর অঞ্চলের পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার-রাস্তার পাশে পোষ্টারিং ও লিফলেট প্রচার করা হয়। বিশেষভাবে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার ভূগোলমান বাজার ও পওতা বাজারে এবং নাটোর জেলার সিংড়া থানার বিয়াশ বাজারে পার্টির নেতৃত্বাধীন গণমুক্তি বাহিনীর গেরিলারা বাজার নিজেদের দখলে নিয়ে পোষ্টার লাগায় এবং দোকানগুলোতে লিফলেট ঢুকিয়ে দেয়। কাস্তে-হাতুড়ি সম্বলিত পার্টির লাল পতাকা উত্তোলন করে। ভোট নয়, জনগণের মুক্তির জন্য গণযুদ্ধ গড়ে তুলতে হবে– এর প্রতীক হিসেবে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। কোথাও কোথাও জনগণের উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াদের ভোটবাজী রাজনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়। সশস্ত্র লাল পতাকা মিছিল করে।

পার্টির প্রচার এ্যাকশনে স্থানীয় ভোটবাজ প্রার্থীরা ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। পুলিশ, র‍্যাব এসে পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলে কিছু অংশ নিয়ে যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয় সিংড়ার বিয়াশ বাজারের প্রচারের পর। পরের দিন সকাল ১০ টায় পুলিশ-র‍্যাব-ডিবি ও সাংবাদিকরা এসে বাজার ভর্তি হয়ে যায়। সারাদিন বাজারে অবস্থান করে জনগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এখানকার

নাটোরের সিংড়া উপজেলার বিয়াশ বাজারে পার্টির প্রচার

কুখ্যাত পার্টি বিরোধী শত্রু দুলাল সরকারি বাহিনীর সাথে ঘোরাঘুরি করে। প্রথম আলো, যুগান্তর, প্রতিদিন, মানব কণ্ঠসহ অনেক বুর্জোয়া জাতীয় দৈনিক এবং অনলাইন মিডিয়া এই খবর ফলাও করে প্রকাশ করেছে।

দক্ষিণ অঞ্চলের মাদারীপুর, শরীয়তপুর শহরসহ জেলাগুলোর প্রায় ৫০টি স্থানে পার্টির কেন্দ্রীয় পোষ্টার এবং আঞ্চলিক পোষ্টার প্রচার করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হচ্ছে মাদারীপুর শহরের পুরান বাজার সংলগ্ন লঞ্চঘাট-ট্রলারঘাট, কালিকাপুর-বাহাদুরপুর-পাঁচখোলা ইউনিয়নের হাট-ঘাট-বাজার। শিবচর থানার ভান্ডারিকান্দি-বাঁশকান্দি-চান্দেরচর ইউনিয়নের কয়েকটি হাট ও বাজার। এছাড়া রাজৈর উপজেলার কবিরাজপুর পুলিশ ক্যাম্পের সামনেসহ আশেপাশের গ্রামে এবং কালকিনি থানার সূর্যমনি বাজারে পোষ্টারিং করা হয়েছে। শরীয়তপুর জেলার গয়াতলা-চিকনদী, জাজিরা থানার জয়নগর-গঙ্গানগর, সখিপুর থানার বালার বাজার-ফেরিঘাট এলাকায় প্রচার করা হয়েছে। কর্মী-জনগণের মাঝে লিফলেট প্রচার করা হয়েছে। ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার কয়েকটি স্থানে পোষ্টার-লিফলেট হয়।

এই অঞ্চলের গণ বিরোধী শত্রুরা পার্টির প্রচারে আতঙ্কগ্রস্ত হয় । জনগণের মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

পদ্মা-যমুনা চরাঞ্চল শাখার ঢালারচরের ৩টি বাজারে পোষ্টারিং এবং লিফলেটিং করা হয়।

যশোর জেলার নোয়াপাড়া বাজারে পোষ্টারিং হয়। লিফলেট বিলি করা হয়।

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার খরিচা বাজার, আনন্দমোহন কলেজসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পোষ্টারিং হয়।

এছাড়াও গাজীপুর, নরসিংদীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে পোষ্টারিং হয়। এখানে পোষ্টারিং-এর পর স্থানীয় পুরানো পার্টি বিরোধী গণশত্রু এবং আওয়ামী পান্ডারা পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলে। ❐

আশু সমস্যার উপর জনগণের আন্দোলন

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি

বাজেট মানে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়া। জনগণ সহজভাবে এটাই বোঝেন। আর সেটা যে ভুল নয় তার প্রমাণ হলো, বাজেটের পরপরই গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি। ভারতে যেখানে গ্যাসের দাম কমলো, আন্তর্জাতিক বাজারে যখন গ্যাসের দাম নিম্নমুখী তখনই হাসিনার সরকার জনগণকে এই উপহারটি দিলো। প্রায় ২৫% দাম বেড়ে গৃহস্থালীর ডবল বার্নার চুলায় এখন দিতে হবে ৯৭৫ টাকা, আগে ছিল ৮০০ টাকা।

পার্টি সর্বস্তরের জনগণকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে। ❐

ধানের ন্যায্য দাম না পেয়ে কৃষকের দুর্গতি

সরকার বলছে ধানের দাম করেছে ১,০৪০ টাকা মণ। কিন্তু কৃষক ৫০০ টাকাও না পেয়ে ক্ষেতেই ধান পুড়িয়ে দিয়েছে। এই রাষ্ট্র, শাসকশ্রেণি ও সরকার যে কৃষকের শত্রু তা এই একটি ঘটনা থেকেই বোঝা সম্ভব। বরং ফ্যাসিবাদ ও দুর্নীতির সুযোগে আওয়ামী কেডার ও গডফাদার, মিলার– এই গণশত্রুরা সরকারের কাছে ধান বিক্রি করে পকেট ভারী করেছে, আর কৃষক ক্ষতির মুখে পড়ে আহাজারি করেছে। আগামীতেও এটাই ঘটবে। কৃষককে তার বিবিধ সংগঠনের মাধ্যমে ধান, পাট, আলু, দুধ, ডিম, মুরগি, ফল, সব্জি– ইত্যাদির ন্যায্য মূল্য পাওয়ার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ❐

শ্রমিক-বিরোধী সরকার ঢাকার রাস্তায় রিক্সা বন্ধ করেছে

ঢাকার কিছু রাস্তায় সরকার রিক্সা বন্ধ করার কারণে রিক্সা শ্রমিক ও মালিকরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। তারা গত ৮ ও ৯ জুলাই কিছু রাস্তা বন্ধ করে দেন। বিভিন্ন বিপ্লবী ও প্রগতিশীল সংগঠন রিক্সা শ্রমিক-মালিকদের এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। আমাদের পার্টিও শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াচ্ছে এবং ব্যাখ্যা করছে যে, এই সরকার ধনী-গাড়ীওয়ালাদের সরকার এবং শ্রমিক-কৃষকের শত্রু। রিক্সা উচ্ছেদ বন্ধ করে রিক্সার জন্য সকল সড়কে পৃথক লেন তৈরি করতে হবে। শ্রমজীবীসহ সকল মধ্যবিত্তদেরকেও এই আন্দোলন সমর্থন করার জন্য আমরা আহ্বান জানাই। ❐

পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে ভারতের গণযুদ্ধ এগিয়ে চলেছে

ভারতে মাওবাদীদের নেতৃত্বে চলমান গণযুদ্ধ আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্যাসিবাদী বিজেপি সরকারের বর্বর দমন-নির্যাতনও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলখানায় বন্দী মাওবাদীদের বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ছাড়াও বিনা চিকিৎসায় হত্যা করা হচ্ছে। ২০০৪ সালে সিপিআই(মাওবাদী) পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য-কমিটির সম্পাদক ছিলেন ক.সুদীপ চোঙদার। জঙ্গলমহলে সংগ্রামের সময় তিনি গ্রেফতার হন। সুশীল রায়ের মতো তাকেও বিনা চিকিৎসায় রাষ্ট্রীয় হেফাজতে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ হত্যা করা হয়েছে। শহীদ ক. সুদীপের মৃতদেহ জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কোলকাতায় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও জনগণ শোকর‍্যালির মাধ্যমে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

২০০৯ সালে শুরু হওয়া 'অপারেশন গ্রিনহ্যান্ট' ব্যর্থ হওয়ার পর ২০১৭ সাল থেকে 'অপারেশন সমাধান' নামে নতুন দমন অভিযান চালাচ্ছে। যার লক্ষ্য নাকি ২০২১ সালের মধ্যে মাওবাদী সমস্যার সমাধান করা। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকার গত মে মাসের প্রথমদিকে মাওবাদীদের প্রধান ঘাঁটি ছত্তিশগড়ে নারী-মাওবাদীদের দমনের জন্য বিশেষ নারী-কমান্ডো নিয়োগ দিয়েছে।

২০১৮ সালের অক্টোবরে কয়েকটি প্রাদেশিক নির্বাচন ও ২০১৯-এর মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া জাতীয় নির্বাচন বিরোধী সামরিক অভিযান এবং পরবর্তী এ্যাকশনগুলোর মাধ্যমে পাল্টা-আক্রমণ প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে সংক্ষেপে তার কিছু রিপোর্ট তুলে ধরা হচ্ছে।

গত ২৮/১০/১৮ ছত্তিশগড়ে বিজাপুর জেলায় মাইন প্রতিরোধ গাড়ী নিয়ে সিআরপিএফ জোয়ানদের টহল দেয়ার সময় মাওবাদীদের পাতা ভূমি মাইন বিস্ফোরণে ৪ জন পুলিশ নিহত এবং ২ জন আহত হয়। দুই দিন পর ৩০/১০/১৮ একই রাজ্যে দান্তেওয়াড়া জেলার আরানপুর গ্রামে গেরিলাদের হামলায় ২ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়। এ প্রসঙ্গে নকশাল প্রতিরোধ অভিযানের ডিআইজিপি সুন্দররাজ এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে, নির্বাচন প্রাক্কালে মাওবাদ অধ্যুষিত অঞ্চলে টহল দেয়ার সময় এরা আক্রমণের শিকার হয়। বাংলাদেশ প্রতিদিন ৯/১১/১৮-এর সংবাদ– একই জেলার পাহাড়ী এলাকা বাচেলিতে ১২ নভেম্বর নির্বাচনের ৪ দিন আগে পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে নিরাপত্তা বাহিনীর ৫ জন সদস্য নিহত হয়েছে। সর্বশেষ ১৮ মার্চ দান্তেওয়াড়া জেলার রাস্তায় সিআরপিএফ-এর ২৩১ নং ব্যাটেলিয়ানের টহলরত সৈন্যদের উপর এক অ্যামবুশ আক্রমণ করেছে মাওবাদী গেরিলারা। এতে কয়েকজন সেনা হতাহত হয়েছে।

অনলাইন মিডিয়া রেডস্পার্কের খবর– ১৪ ফেব্রুয়ারী/১৯ বিহারের গয়া জেলায় মাওবাদী নেতা সন্দীপের খোঁজে (যার মাথার দাম ২৫ লক্ষ রুপি) সরকারি বাহিনী যখন দমন অভিযান চালাচ্ছিল তখন মাইন বিস্ফোরণে কোবরা ব্যাটালিয়নের সাব ইন্সপেকটর রওশন কুমার প্রথমে আহত এবং পরে হাসপাতালে মারা যায়। অথচ এই বিহারকে সম্প্রতি সরকার মাওবাদ মুক্ত বলে ঘোষণা করেছে।

অন্ধ্র-উড়িশ্যা বর্ডার (AOB) গেরিলা অঞ্চলের চিতরাকোন্ডা থানার জঙ্গলে ৮ মার্চ প্রায় ১৫০০ আদিবাসী জনগণের উপস্থিতিতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এই গেরিলা জোনের সম্পাদক গজারালা রবি বক্তব্য দেন।

দক্ষিণ ভারতের কেরালা-কর্ণাটক-তামিলনাড়ু রাজ্যের সংযোগস্থল পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। পৃথিবীর খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোর একটি। মধ্য ভারতের মতো এখানেও সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা থাবা বসিয়েছে। এই লুটের বিরুদ্ধে মাওবাদীরা গড়ে তুলছেন প্রতিরোধ। ফলে সরকার 'অপারেশন এ্যানাকোন্ডা' নামে এখানেও বর্বর দমন অভিযান চালাচ্ছে। কেরালার ক্ষমতায় আছে সংশোধনবাদী সিপিএম। তারা ২০১৬ সালে ২ জন মাওবাদী নেতাকে হত্যার পর ৭ মার্চ ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে তরুণ মাওবাদী কমরেড সিপি জলিলকে। এই দমনকে মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিম ঘাট পার্টি-শাখা পার্টিতে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধসহ বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়েছে। এই গেরিলা অঞ্চলে মাওবাদীরা সদ্য সমাপ্ত ভারতের জাতীয় নির্বাচন বর্জনের আহবান জানিয়ে ব্যাপক পোস্টার-প্রোপাগান্ডা চালিয়েছিল।

ভারতে জাতীয় নির্বাচনের প্রথম দফা ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ১০ মার্চ মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলী এলাকায় মাওবাদীরা এলইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনীর (সিআরপিএফ) ৫ জনকে খতম এবং কয়েকজনকে আহত করেছে। নির্বাচনের দিন ১১ মার্চ ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে এলইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে মাওবাদীরা। ইতিপূর্বে বিহার-ঝাড়খন্ড স্পেশাল কমিটির মুখপাত্র ক.আমান এক বিবৃতিতে নির্বাচন বয়কটের আহবান জানান। ১৮ মার্চ দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের দিন উড়িশ্যার কংকলমান এলাকায় মাওবাদী গেরিলারা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের গাড়ীতে হামলা করেন। এতে একজন নিহত হয়।

এনডিটিভি জানায় মাওবাদী গেরিলারা ৯ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় শ্যামগিড়ি পাহাড়ে বিজেপি'র প্রার্থী ভিক্তা মান্ডভির গাড়ীবহরে হামলা চালিয়েছে। এতে ঐ প্রার্থীসহ ৪ জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছে। চতুর্থ দফা নির্বাচনের একদিন পর মে দিবস সকালে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলির কুরুখেদায় মাওবাদীদের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় সরকারি বাহিনীর কনভয় লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বিপ্লবী বাহিনী। বিস্ফোরণে গাড়ীটি সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং সি-৬০ ইউনিটের ১৫ জোয়ান নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। গেরিলারা সকল অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই জেলাতেই দাবি করেছিল ২০২৩ সালের মধ্যে মাওবাদীদের পুরোপুরি নির্মূল করার কথা। ২ মে ঝাড়খন্ডের গয়া জেলায় ৪টি সরকারি নির্বাচনী গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে মাওবাদীরা।

ইনছেনডিয়ারি নিউজ.কম-এর খবর ৪০ জন মাওবাদী গেরিলা কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া ১৯ মে উড়িশ্যার মালকানগিরি জেলার তিমুরপল্লী শহর আক্রমণ করে দখলে নেয়। গেরিলারা শহরের বিভিন্ন জায়গায় লাল পতাকা-ব্যানার টাঙায় এবং লিফলেট বিলি করে। এই শহর থেকেই এই অঞ্চলে সরকারি প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী জনগণকে হত্যা-গুম করতো।

২ জুন সকালে ঝাড়খন্ডের দুমকা জেলার কাথালিয়া এলাকায় প্রচার অভিযান চালানোর সময় ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সাথে গেরিলাদের গুলি বিনিময় হয়। এতে নিরাজ ছেত্রী নামে একজন জোয়ান নিহত এবং ৪ জন আহত হয়। এনডিটিভির খবর উদ্ধৃতি করে "দেশ রূপান্তর"-এর খবর– ১৪/০৬/১৯ পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খন্ড সীমান্তে সরাইকোলা জেলার একটি বাজারে পুলিশের টহল চলার সময় মাওবাদী গেরিলারা অতর্কিত আক্রমণ করে ৫ পুলিশকে খতম করে অস্ত্রগুলো নিয়ে যায়। – ১৬/০৬/২০১৯।

হাসিনা-আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ঃ মাদক বিরোধী অভিযানের নামে গণহত্যা

লীগ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৮ সালের মে মাস থেকে তথাকথিত মাদক নির্মূল অভিযান শুরু করেছে। অভিযানের নামে তাদের পুলিশ-র‍্যাব এ পর্যন্ত প্রায় ৪ শত মানুষকে ভুয়া ক্রসফায়ার এবং বন্দুক যুদ্ধের নামে বিনাবিচারে হত্যা করেছে।

সন্দেহ নেই নেশাদ্রব্য ইয়াবা, হিরোইন, ফেনসিডিল, প্যাথেড্রিন, গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক দেশব্যাপী যুবসমাজকে গ্রাস করেছে। বিপথে চালিত করছে। কিন্তু সেটা-তো করেছে এই শাসকশ্রেণি ও তার রাষ্ট্রযন্ত্রই। যা হাসিনা-আওয়ামী এক দশকের শাসনে ভয়াবহরূপে বেড়ে গেছে।

অথচ তারাই এখন মাদক নির্মূলের নামে এক গণহত্যা পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে তারা প্রায় ৪০০ তরুণ বা পথভ্রষ্টকে বিনাবিচারে হত্যা করেছে। রাষ্ট্র ও সরকার যা করছে তা মাদক নির্মূলের নামে আইওয়াশ ছাড়া কিছুই নয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য দলীয় স্বার্থে তারা জনগণের সাথে ভাওতাবাজী করছে, তামাশা করছে।

দেশে মাদকের রমরমা ব্যবসা চলছে শাসক শ্রেণির আমলা, মন্ত্রী, এমপি, নেতা, পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি'র বড়-বড় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে। এরাই মাদক ব্যবসার গডফাদার। একদিকে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে, আবার যুবসমাজকেও মাদকের মাধ্যমে বিপথে চালিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

মাদকের ব্যবসা দেশব্যাপী রমরমা থাকলেও চিটাগাং-এর কক্সবাজার, টেকনাফ, উখিয়া, মহেশখালী, রামু তাদের প্রধান রুট। এই জোনের মাদক ব্যবসার সম্রাট হচ্ছে আওয়ামী নেতা প্রাক্তন এমপি বদি (বর্তমানে তার স্ত্রীকে এমপি করেছে শেখ হাসিনা)। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আত্মসমর্পণ নাটকের মাধ্যমে চট্টগ্রামে ১০২ জন এবং গাইবান্ধায় ৭৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আত্মসমর্পণ করালেও সে তালিকায় বদির মতো গণশত্রুর নাম নেই। শাসক শ্রেণি এই আত্মসমর্পণ এবং গ্রেফতার নাটকের মাধ্যমে বদির মতো গডফাদারদের রক্ষা করছে এবং বদির ভাই-আত্মীয়-স্বজনসহ সকল মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীকে বৈধতা দিয়েছে।

মাদক নির্মূলের নামে 'ক্রসফায়ার' 'বন্দুক যুদ্ধ'র মাধ্যমে যাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে এরা হলো চুনোপুটি মাত্র। এদেরকে হত্যার মাধ্যমে শুধু-যে তারা আইওয়াশ করছে তাই নয়, এই নিচুস্তরের মাদকাসক্ত ও বাহক-কারবারীদের আসল গডফাদারদের মাদক-সংশ্লিষ্টতার স্বাক্ষী-প্রমাণ নস্ট করাও এর আরেক উদ্দেশ্য।

শাসক মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি মাদক নির্মূল করতে সক্ষম নয়। কারণ, এই সরকার ও তাদের গণবিরোধী সমাজই এসব সৃষ্টি ও রক্ষা করছে। হাসিনা-আওয়ামী লীগ বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে এই মাদককে সর্বব্যাপী করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর নিজেরা শত-শত কোটি টাকার সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। এসবকে চাপা দেয়া, একইসাথে জনগণ ও বিরোধী পক্ষের মাঝে এক আতঙ্ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার লক্ষেই তারা এই অভিযান করেছে ও করছে।

এ ধরনের বিচার-বহির্ভূত বর্বর রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ড নতুন কোনো বিষয় নয়। হাসিনা-আওয়ামী-রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদেরই পুনপ্রকাশ। হাসিনার নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ও সরকার ইতিপূর্বে ও বর্তমানে মাওবাদী বিপ্লবী নেতাকর্মীদের এভাবেই হত্যা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, আওয়ামী সরকারের বুর্জোয়া বিরোধীদের প্রতিও তারা চালিয়েছে একই কায়দায় বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম। দেশের মানবতাবাদী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাও তাদের ফ্যাসিস্ট আক্রমণ থেকে বাদ যাচ্ছে না।

মাদক নির্মূল করতে হলে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের অধীনে বিপ্লবী কর্মসূচি নিতে হবে। বদির মতো মাদক-গডফাদার, শাসক শ্রেণি, সরকার ও আওয়ামী গণশত্রুদেরকে গণআদালতে বিচার করে মৃত্যুদন্ডসহ বিভিন্ন শাস্তি দিতে হবে। মাদক-ব্যবসার সাথে যুক্ত পুলিশ, বিজিবি ও আর্মির অফিসারদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। এবং বিপথগামী মাদকাসক্ত তরুণ ও খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে পুনর্গঠন করে সমাজে ইতিবাচক কাজে নিয়োগ করতে হবে।

এই বিপ্লবী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম কেবলমাত্র আমাদের মতো একটি মাওবাদী বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে গঠিত নতুন বিপ্লবী সমাজ। ভুক্তভোগী জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা মাওবাদী পার্টিকে শক্তিশালী করুন। এই রাষ্ট্র ও সমাজ ভেঙ্গে ফেলুন। ❐

(১ম পাতার পর)

গণযুদ্ধ ছাড়া ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদ...

কিন্তু সশস্ত্র পন্থায় বা অন্য কোনো পন্থায় বুর্জোয়া বিরোধীরা হাসিনা-আওয়ামী সরকারকে উচ্ছেদ করলেই কি জনগণ মুক্তি পাবেন? না। ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ আমরা চাই। তারাই এখন জনগণের প্রধান শত্রু। কিন্তু তার বদলে আমরা কী চাই? আমরা কি বুর্জোয়া সংসদীয় শাসনকে ফিরিয়ে আনবো? মোটেই নয়। আমাদের দেশে বুর্জোয়া সংসদীয় শাসন গণবিরোধী, স্বৈরাচারী ও বিদেশ-দালালীর শাসন ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৯০ সালের পরবর্তী ১৫ বছরের সংসদীয় শাসন, তথাকথিত বুর্জোয়া 'গণতন্ত্র' ও 'নিরপেক্ষ' নির্বাচনের ইতিহাস থেকে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাই, জনগণকে ফ্যাসিবাদের বিকল্প হিসেবে আনতে হবে জনগণের শাসন, বুর্জোয়া শ্রেণির অন্য কোনো অংশের শাসন নয়।

আর সেটা অর্জন করা সম্ভব শুধুমাত্র গণযুদ্ধ চালিয়ে। শক্তি প্রয়োগ ছাড়া জনগণের জায়গা থেকে এই ফ্যাসিবাদকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। জনগণ এই ফ্যাসিবাদ একদিনের জন্যও চান না। কিন্তু ভোট দিয়ে জনগণ কিছুই করতে পারবেন না। বাস্তবে হাসিনা-আওয়ামী ফ্যাসিবাদের অধীনে ভোট দেয়ার কোনো অধিকারও জনগণের এখন নেই। তাদেরকে আর ভোট দিতে দেয়া হয় না। আওয়ামী সন্ত্রাসী, নির্বাচন কমিশন আর আওয়ামী পুলিশ সেকাজটা নিজেরাই করে দেয়।

ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য জনগণকে নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। এবং ফ্যাসিবাদের স্বার্থ ও ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোতে আক্রমণ করতে হবে। এই ফ্যাসিবাদের আসল মদদদাতা ভারত। তাদের ক্ষমতার রক্ষাকারী হলো রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে চরম গণবিরোধী দুর্নীতিবাজ অত্যাচারী বিদেশের দালাল শোষক ও লুটেরা আওয়ামী গডফাদার-মাস্তান-আমলা-অফিসাররা। যাদের ক্ষমতাকে নির্বিঘ্ন করেছে অত্যাচারী দুর্নীতিবাজ পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো তাদের সশস্ত্র শক্তির জোরে। এদের উপর সশস্ত্র আঘাতের মাধ্যমে জনগণের নিজস্ব সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলতে হবে। এটা করলে এই ফ্যাসিবাদীদের একচ্ছত্র ক্ষমতার মুঠি ঢিলে হতে থাকবে। অন্যদিকে জনগণ নিজেদের শক্তির উপর আস্থা পাবেন, সাহসী হবেন, যা বুর্জোয়া ভোট-তামাশার কারণে তারা হারিয়ে ফেলেছেন। শাসকশ্রেণি ও ফ্যাসিবাদের দুর্বল জায়গা–গ্রামাঞ্চলগুলোতে তাদের ক্ষমতাকে সশস্ত্র শক্তির জোরে উচ্ছেদ করে আগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। এটা করলে ফ্যাসিবিরোধী সকল ধরনের নিপীড়িত জনগণকেই আশার আলো দেখানো সম্ভব হবে। বিশেষত নিপীড়িত কৃষক-শ্রমিক-দরিদ্র-নারী ও আদিবাসী জনগণকে।

শাসক হাসিনা-আওয়ামী ফ্যাসিবাদ যেমন জনগণ ও দেশের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত, তেমনি বুর্জোয়া বিরোধীরা মিথ্যা আশ্বাস ও ছলনার মধ্য দিয়ে জনগণকে পথ দেখাতে ব্যর্থ।

তাই আসুন, নিপীড়িত কৃষক, শ্রমিক ও জনগণকে গণযুদ্ধের পথ দেখাই। সেই আলোকোজ্জ্বল পথে পরিচালিত করি। ❐

ফেনীর নুসরাত-হত্যা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়

গত ৬ এপ্রিল নুসরাত রাফী নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে তারই মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের নির্দেশে। নুসরাতকে হত্যার কারণ হচ্ছে– নুসরাতের উপর প্রিন্সিপাল সিরাজউদ্দৌলা যৌন নির্যাতন করায় নুসরাত তার প্রতিবাদে আদালতে মামলা করেছিল এবং প্রিন্সিপালের হুমকিতেও আদালতের মামলা তুলে নেয়নি।

নুসরাত হত্যার সাথে জড়িত সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতা রুহুল আমিনসহ প্রায় ৩০/৩৫ জন আওয়ামী নেতা, পাতি নেতা। পুলিশের ওসি-ও এই ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছে। এমনকি নুসরাত যখন থানায় মামলা করতে যায় তখনও এস.আই-এর নগ্ন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে নুসরাত আরেকবার এস.আই দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নুসরাত সমাজের মধ্যে সাহসী মেয়েদের একজন। এতসব শক্তিশালী অপচক্রের হুমকিতেও সে নতি স্বীকার করে মামলা তুলে নিতে রাজী হয়নি।

এ ধরনে কেরোসিনে পুড়িয়ে হত্যা, এসিড নিক্ষেপে হত্যা, পিটিয়ে হত্যা, শ্বাসরোধ করে হত্যা, পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যা, করাত দিয়ে গলা কেটে হত্যা আমাদের দেশের পুরুষতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা হাসিনা-আওয়ামী লীগের বিগত ১১ বছরের শাসনে ভয়াবহরূপে বিকাশ লাভ করেছে।

নুসরাত হত্যার সাথে আওয়ামীলীগ এবং পুলিশ প্রশাসন জড়িত তা প্রমাণিত। শেখ হাসিনা তড়িঘড়ি করে নুসরাতের পরিবারের সাথে দেখা করে নুসরাতের ভাইকে চাকুরি দিয়েছে। চতুর শেখ হাসিনা এই দরদ দেখিয়ে নিজেকে জনদরদী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। আওয়ামী সংশ্লিষ্টতার উপর প্রলেপ দিয়ে তাকে ঢাকতে চাচ্ছে। এটা হচ্ছে ফ্যাসিবাদী হাসিনার শয়তানী কৌশল।

শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নের দাবি করে। অথচ তাকে 'কওমী জননী' ঘোষণাকারী প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মবাদী কওমী নেতা মাওলানা শফি নারী বিরোধী, নারীমুক্তি বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, মেয়েদের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণির বেশি পড়াতে নিষেধ করেছে, তার মাদ্রাসার লোক এবং ভক্ত ১৫ হাজার অভিভাবকদের শপথ করিয়েছে তারা যাতে মেয়ে সন্তানদের না পড়ায়। এই অপরাধীর বিরুদ্ধে হাসিনা কোনো শাস্তি দেয়া দূরের কথা, বরং তাদেরই আশির্বাদ নিয়ে ভোটের বাজার দখল করার অপচেষ্টা করেছে। সরকারি অনুদানে দেশব্যাপী এ ধরনের নারী-বিরোধী মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা বাড়িয়ে যাচ্ছে।

নুসরাত হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী এই সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, আওয়ামী লীগ। যার নেতৃত্ব দিচ্ছে শেখ হাসিনা। এজন্য নুসরাতের হত্যাকারী এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হবে। গ্রামে-গঞ্জে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে "নারী মুক্তিফ্রন্ট" গঠন করতে হবে। জনগণের নিজস্ব বাহিনী "গণমুক্তি বাহিনী"কে শক্তিশালী করতে হবে। তাছাড়া নুসরাতের মতো হত্যা, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন থেকে কোটি-কোটি নারীর মুক্তি নেই। ❐

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির গণযুদ্ধ সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত Web: www.redspark.nu/bn